ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 1 ● Issue -7 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৫ ● সংখ্যা ঃ ১৬৩ ● কলকাতা ● ০২ আষাঢ়, ১৪৩২ ● মঙ্গলবার ● ১৭ জুন ২০২৫ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

অবশেষে কলকাতা হাইকোর্ট বিরোধী দলনেতাকে মহেশতলায় যাবার অনুমতি দিল

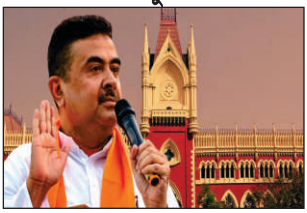

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সোমবার রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে শর্তসাপেক্ষে মহেশতলায় যাবার অনুমতি দিল কলকাতা হাইকোর্ট। এদিন বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের এজলাসে মামলার শুনানি হয়। মামলার শেষে বিচারপতি জানান যে শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে আরও দুজন যেতে পারবেন কিন্তু কোন মিছিল করা যাবে না।

এরপর ৩ পৃষ্ঠায়

খিদিরপুরের কান্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়িয়ে ক্ষতিপূরণের কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী

বেবি চক্রবর্ত্তী: কলকাতা

খিদিরপুর অরফ্যানগঞ্জ মার্কেট অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে রাজ্য সরকার। সোমবার বিধানসভা থেকে সোজা খিদিরপুরে যান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সরকারি খরচে বাজার এবং আর্থিক সাহায্যের কথা ঘোষণা করেন তিনি।

কোনও খরচ দিতে হবে না ব্যবসায়ীদের। কর্পোরেশন যে মার্কেটটি তৈরি করবে সেটা বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে হবে। থাকবে যথোপযুক্ত অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা। যতক্ষণ না নতুন মার্কেট তৈরি হবে ততদিন ব্যবসায়ীদের জন্য অস্থায়ী জায়গার বন্দোবস্ত করা হবে। পুরো দোকান পুড়ে গেলে ১ লক্ষ টাকা এবং আংশিক ক্ষতিগ্রস্তদের ৫০ হাজার টাকা দেবে রাজ্য। কার কার দোকান জ্বলে গিয়েছে, কতটা ক্ষতি হয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হবে। সেই অনুযায়ী একটি রিপোর্টও তৈরি করা হবে।" আপাতত ওই অগ্নিদগ্ধ এলাকায় ব্যারিকেড করে দেওয়ার নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। রবিবার

এরপর ৩ পাতায়

ওবিসি বি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করার জন্য রাজ্য সরকারকে ধন্যবাদ জানালো পশ্চিমবঙ্গ সদগোপ সমিতি

অরূপ ঘোষ,ঝাড়গ্রাম

রাজ্যের অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি অর্থাৎ ওবিসি বি তালিকায় সদগোপ জাতিকে অন্তর্ভুক্ত করার পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানালো পশ্চিমবঙ্গ সদগোপ সমিতি (যদুবংশীয়)। সোমবার কলাকাতা প্রেস ক্লাবে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সমিতির নেতৃবৃন্দ জানান, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাজ্যের অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির (ওবিসি) তালিকায় তাঁদের জাতিকে অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্তকে তাঁরা আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাচ্ছেন।তাঁরা বলেন, সুপ্রিম কোর্টের আদেশ অনুসরণ করে এবং সমীক্ষা ও জনশুনানি সহ প্রয়োজনীয় পদ্ধতি অনুসরণ করে নেওয়া এই পদক্ষেপ,একটি সুষ্ঠু ও স্বচ্ছ প্রক্রিয়া নিশ্চিত করে। তাঁদের জাতিকে ওবিসি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা, ঐতিহাসিক অবিচারের নিরসনের এবং সামাজিক সাম্যের দিক থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। তাঁরা এও বলেন,পূর্ববর্তী সরকার দীর্ঘ বছর ধরে এই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে অস্বীকার করেছিল, যার ফলে তাঁদের সম্প্রদায় সংরক্ষণের কাঙ্ক্ষিত সুবিধা এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। তাঁরা উল্লেখ করেন অনেক আগেই ঝাড়খণ্ড এবং উড়িষ্যা রাজ্যের সরকারগুলি সদগোপদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতা স্বীকার করে সদগোপদের এই সব রাজ্যে ওবিসি তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছে। পশ্চিমবঙ্গে সংখ্যাগতভাবে শক্তিশালী হওয়া সত্ত্বেও, সদগোপ সম্প্রদায়কে রাজ্যের ওবিসি তালিকায় তাদের ন্যায্য স্থান থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। এই ঐতিহাসিক অন্যায় সংশোধন এবং তাঁদের সম্প্রদায়কে তাঁদের প্রাপ্য সুবিধাগুলি নিশ্চিত করার জন্য বর্তমান সরকারের প্রচেষ্টাকে তাঁরা ধন্যবাদ জানাচ্ছেন।ধন্যবাদ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁরা বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর দূরদর্শী নেতৃত্ব এবং সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রতি তাঁর অঙ্গীকারের জন্য, সদগোপ সম্প্রদায় সংরক্ষণের সুবিধা এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের সুযোগ পেতে সক্ষম হয়েছে। পাশাপাশি রাজ্যসভার সদস্য সাংসদ সামিরুল ইসলামের প্রতি তাঁদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানান ।যিনি ওবিসি তালিকায় অন্তর্ভুক্তির দীর্ঘদিনের দাবি সমাধানে অক্লান্ত প্রচেষ্টা করে গেছেন। তাঁর গুরুত্বপূর্ণ সমর্থনের সদগোপদের এই অপূর্ন দাবী পূরনে বিশেষ ভূমিকা নিয়েছে। সরকারের এই সিদ্ধান্তের কার্যকরী ভাবে বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে এবং তাঁদের সম্প্রদায়ের কল্যাণ ও উন্নতিতে তাঁরা সরকারের সাথে সহযোগী অবস্থান নিতে আগ্রহী। পাশাপাশি তাঁরা আরোও জানান,তাঁরা বিশ্বাস করেন ,এই পদক্ষেপ তাঁদের জাতির সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে এবং আরও ন্যায়সঙ্গত সমাজ গঠনে অবদান রাখবে। এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে যে প্রেস বিবৃতি বিলি করা হয়েছে তাতে সাক্ষর করেছেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব ঝাড়খণ্ডের দিলীপ ঘোষ, রাজ্য নেতৃত্ব ঝাড়গ্রামের অবনী ঘোষ, বীরভূমের অর্যমা ঘোষ, বীরভূমের পল্লব মন্ডল , হাওড়ার সুমিত ঘোষ প্রমুখ। উল্লেখ্য এদিন আনুষ্ঠানিক সংগঠনের রাজ্য কমিটি ঘোষিত হয়। রাজ্য কমিটির সভাপতি হয়েছেন ঝাড়গ্রাম জেলার অবনী কুমার ঘোষ, সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন বীরভূমের পল্লব মন্ডল,সম্পাদক হয়েছেন ঝাড়গ্রাম জেলার মৃনাল কান্তি ভূঞ্যা, কোষাধ্যক্ষ হয়েছেন পশ্চিম মেদিনীপুরের সুকুমার ঘোষ,তিন সহ-সভাপতি হয়েছেন বীরভূমের অর্যমা ঘোষ, বারাসতের তাপস কুমার মজুমদার, হাওড়ার সুমিত ঘোষ।পাশাপাশি এদিন সদগোপ সমাজের কৃতিদের সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়। সদগোপ সমিতির পক্ষে চন্দ্রশেখর সাউ জানান, সবাইকে সাথে নিয়ে তাঁরা আগামীদিনে তাঁদের সমাজের উন্নয়নে ও সার্বিক মানব কল্যাণে সচেষ্ট হবেন।

সাংবাদিক ইউনিয়ন কনফেডারেশন

ডঃ শর্মা সভাপতি, ডঃ রমন সাধারণ সম্পাদক এবং ডঃ পাঠক সমন্বয়কারী

নয়াদিল্লি, ০১৬ জুন ২০২৫ (এজেন্সি)। আজ সাংবাদিকদের স্বার্থ রক্ষায় লড়াই করা "কনফেডারেশন অফ জার্নালিস্ট ইউনিয়নস"-এর নতুন পদাধিকারী ঘোষণা করা হয়েছে।

সাংবাদিক ইউনিয়নের এই কনফেডারেশনে রয়েছে সার্ক জার্নালিস্ট ফোরাম (এসজেএফ), ইন্ডিয়ান জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন (আইজেএ), পিরিওডিকাল প্রেস অফ ইন্ডিয়া (পিপিআই), ইউনাইটেড ইউনিয়ন জার্নালিস্ট সোসাইটি, সেভ ইউএনআই মুভমেন্ট এবং ইন্ডিয়ান অল মিডিয়া জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন।

কনফেডারেশনের আহ্বায়ক কর্তৃক জারি করা প্রেস বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, রাজস্থানের সিনিয়র সাংবাদিক ডঃ সুরেন্দ্র শর্মাকে সভাপতি এবং বিহার সরকারের প্রাক্তন প্রেস উপদেষ্টা ডঃ আর.কে. রমনকে সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছে, সুবীর সেন এবং আর.কে. রাইকে সহ-সভাপতি, আমানুল হক ও মৃত্যুঞ্জয় সরদারকে সচিব, হীরা লাল প্রধান ও মীনাক্ষী চৌধুরীকে কোষাধ্যক্ষ করা হয়েছে। সমরেন্দ্র পাঠক তার আগের দায়িত্বের সমন্বয়কের ভূমিকা পালন করবেন।

দেশের অনেক সিনিয়র সাংবাদিকদের জাতীয় কার্যনির্বাহীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যার মধ্যে রামনাথ বিদ্রোহী, উদয় মিশ্র, কুমার ভাবেশ, সুশীল ভারতী, উমেন্দ্র দধিচ, অখিলেশ অখিল, এম.এস. জাকারিয়া, ডাঃ উৎকর্ষ সিনহা, গান্ধী মিশ্র গগন, জগদীশ যাদব, সারিকা ঝা, সানি অত্রি, কুমার সামাত, রাজেশ ঠাকুর, জেপি শর্মা, ডাঃ প্রদীপ সুমন, সন্তোষ ঝা এবং ডঃ সমরেন্দ্র পাঠক।

সাংসদ জনাব রাজেশ রঞ্জন ওরফে পাপ্পু যাদব, কীর্তি আজাদ, খগেন মুর্মু, মিসেস বীণা দেবী এবং সুধাকর সিং, প্রাক্তন সাংসদ মিঃ মাঙ্গানি লাল মন্ডল এবং আলী আনোয়ার ফেডারেশনের পৃষ্ঠপোষক বোর্ডে অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। বিশেষ আমন্ত্রিতদের মধ্যে রয়েছেন জনাব ড. বি.এন. মিশ্র, গিরজেশ রাস্তোগী, দলীপ পুরী, অধ্যাপক যোগেশ কুমার এবং অরবিন্দ পাঠক।

সুপ্রিম কোর্ট, দিল্লি হাইকোর্ট এবং এলাহাবাদ হাইকোর্টের বেশ কয়েকজন প্রখ্যাত আইনজীবী যথা শ্রী এ.পি.এন. গিরি, সন্তোষ কুমার, রাজীব রঞ্জন মিশ্র, কে.কে. ঝা, জিতেন্দ্র ঝা, রাম বদন চৌধুরী, বিনয় ঝা, কেশব চৌধুরী, অরবিন্দ চৌধুরী এবং নভেশ কুমারকে আইনি উপদেষ্টা হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছে। এল.এস.

(১ম পাতার পর)

খিদিরপুরের কান্ডে ক্ষতিগ্রস্তদের পাশে দাঁড়িয়ে ক্ষতিপূরণের কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী

রাত ১টা নাগাদ খিদিরপুরের অরফ্যানগঞ্জ মার্কেটে আগুন লেগে যায়। সেখানে রয়েছে তেল এবং মাখনের গুদাম। তার ফলে আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। একের পর এক দোকান এবং গুদামে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। খবর দেওয়া হয় দমকলে। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, তাতেও টনক নড়েনি দমকলের। স্থানীয় ওয়াটগঞ্জ থানায় কেউ ফোন ধরেনি বলেও অভিযোগ। ব্যবসায়ীদের দাবি, এরপর ১০০ নম্বরে ডায়াল করেন তাঁরা। তার প্রায় ঘণ্টাদেড়েক পর ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের ২০টি ইঞ্জিন। ব্যবসায়ীদের আরও অভিযোগ, দমকলের কাছে প্রয়োজনীয় জল ছিল না। গঙ্গা থেকে জলের ব্যবস্থা করে বেশ কিছুক্ষণ পর আগুন নেভানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়।

(১ম পাতার পর)

অবশেষে কলকাতা হাইকোর্ট বিরোধী দলনেতাকে মহেশতলায় যাবার অনুমতি দিল

এমনকি বিতর্কিত মন্তব্য করা যাবে না। শুভেন্দুর আইনজীবী সূর্যনীল দাস জানান, " পুলিশ সুপারের কাছে অনুমতি চাওয়া হয়। তবে অনুমতি দেয়নি পুলিশ। পরিবর্তে বলা হয় এই এলাকায় সোমবার পর্যন্ত বর্তমানে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১৬৩ ধারা জারি রয়েছে। মঙ্গলবার তা উঠে যাবে। তা সত্ত্বেও বিরোধী দলনেতাকে ওই এলাকায় যাওয়ার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না"। এই কথা শুনে রাজ্যের আইনজীবীকে বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্য প্রশ্ন করেন "যদি অনুমতি আদালত দেয় কি আশঙ্কা করছেন"। বিচারপতি সৌগত ভট্টাচার্যের প্রশ্নের উত্তরে রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল বলেন " যেখানেই কোন অশান্তির ঘটনা বিরোধী দলনেতা কেন সেখানে যেতে চান? উনি আদালতে আসলেন কেন? নিজেই চলে যেতে পারতেন"। পাশাপাশি রাজ্যের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন " আদালত কে রাজনৈতিক কারণে ব্যবহৃত হতে দেবেন না প্রচার চান"। সব কথা শুনে বিচারপতি বলেন " বিরোধী দলনেতাকে যদি আটকে দেন তাহলে সাধারণ মানুষের কি হবে"?

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য গত ১১ জুন সকালে আক্রা সন্তোষপুর এলাকায় ফলের দোকান বসানো নিয়ে বিবাদ শুরু হলে অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি তৈরি হয় মহেশতলায়। দুই গোষ্ঠীর মধ্যে অশান্তির পাশাপাশি এলাকায় ব্যাপক ভাঙচুর হয়। একাধিক বাড়ির ছাদের উপর থেকে ঢিল ছোড়া হয়। বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছলে উন্মুক্ত জনতা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট ছোড়ে শুরু হয় পাথর বৃষ্টি। পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর করার পাশাপাশি রবীন্দ্রনগর থানা, লাগোয়া এলাকায় একটা বাইকে আগুন লাগিয়ে দেয়া হয়। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশকে র‍্যাফ নামাতে হয় এবং কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়া হয়।

রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কড়া নির্দেশে বিধায়কদের নিজের বিধানসভাতেই করতে হবে রথযাত্রা পালন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কলকাতা:- চলতি মাসেই রথযাত্রা। দিঘায় রথযাত্রা উপলক্ষ্যে জগন্নাথ দেবের মন্দিরে সাজো সাজো রব। লক্ষ লক্ষ ভক্তের সমাগম হচ্ছে দিঘায়। সেই আবহে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন নির্দেশ দিলেন সব বিধায়ককে রথযাত্রা উদযাপন করতে হবে।ওই দিন সব বিধায়ক নিজের এলাকায় উপস্থিত থাকবেন। প্রত্যেক বিধানসভা এলাকায় রথযাত্রা হবে। সেখানেই থাকবেন তাঁরা। এদিন বিধানসভায় মন্ত্রিসভার বৈঠক

হয়। সেখানেই এই নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।প্রভু জগন্নাথের রথযাত্রা নিয়ে রাজ্যে এই বছর বাড়তি উৎসাহ দেখা যাচ্ছে বলে মত ওয়াকিবহাল মহলের। মুখ্যমন্ত্রীর হাতে দিঘার মন্দিরের ফ্রেমবন্দি ছবি তুলে দিচ্ছেন বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়।

শিক্ষাকর্মীদের নিয়োগ বাতিলের বিরুদ্ধে বিধানসভার অভিযান সমর্থনে নাগরিক সমাজ

বেবি চক্রবর্তী: কলকাতা

তারিখ ০৬.০৪.২৬ এ রাজ্য জুড়ে প্রাথমিক ও শিক্ষামিত্র (বিদ্যালয়সাথী) মামলায় হাইকোর্টে গুরুত্বপূর্ণ রায় হয়েছে। সেই রায়ে প্রায় ৩২,৯৬৫ জন শিক্ষক-শিক্ষামিত্র চাকরি হারিয়েছেন। খুবই কঠিন জীবন ও মুক্তির আশায় ২০০৯ সালের টেট পাশ করা যুবক-যুবতীরা প্রাথমিক শিক্ষায় নিযুক্ত হয়েছিলেন। তারা আজ কর্মহীন হয়ে পড়েছেন। তাদের অনেকেই মানসিক চাপ থেকে আত্মহত্যা ও প্রচণ্ড দুর্দশার মধ্যে পড়ে রয়েছেন।

তাদের এই সমস্যার দ্রুত প্রতিকারের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ প্রয়োজন। মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়ার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে এবং এই ৩২,৯৬৫ জন বঞ্চিত শিক্ষক-শিক্ষামিত্রদের অবিলম্বে কর্মস্থলে ফিরিয়ে আনার দাবী তে আজ বিধান সভা অভিযান করলো বঞ্চিত যোগ্য শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীরা।তাতে পশ্চিমবঙ্গ গনতান্ত্রিক নাগরিক সমাজের পক্ষ থেকে সামিল হয়েছিল We are The Common People,PUCL,Bengal Student's Unite ,All indian Human Rights Organisation এর সদস্যরা।

পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক নাগরিক মঞ্চের অন্যতম ও We are The Common People এর সম্পাদক শুভজিত দত্তগুপ্ত জানান ,এসএসসি ২০১৬ প্যানেলের যোগ্য চাকরিহারা ভুক্তভোগী শিক্ষক শিক্ষিকা ও শিক্ষা কর্মীদের চাকরি সুনিশ্চিত করতে, পরীক্ষার নামে স্কুল সার্ভিস কমিশনের বেআইনি নোটিশ এবং বেআইনি গেজেট প্রত্যাহারের দাবিতে, সকল যোগ্য শিক্ষক, শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী ,যোগ্য ওয়েটিং ,নট কলড ফর ভেরিফিকেশন, চাকরিপ্রার্থী পরীক্ষার্থীদের প্রায় ২২ লক্ষ OMR MIRROR IMAGE COPY প্রকাশের দাবিতে, বিধানসভায় জরুরি অধিবেশন ডেকে এই জ্বলন্ত সমস্যার (সকল যোগ্যদের চাকরি বাঁচানো) অতিদ্রুত সমাধানের দাবিতে হওয়া এই বিধান সভা অভিযান এ পশ্চিমবঙ্গ গনতান্ত্রিক নাগরিক মঞ্চ পূর্ণ সমর্থণ জানায় কিন্তু স্বল্প সময়ের মধ্যে ডাকা এই কর্মসূচী তে মঞ্চের অন্যান্য সদস্য সংগঠনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত হতে না পারলেও আগামী সময়ে মঞ্চ পূর্ণ শক্তি নিয়ে এই অন্দোলনের পাশে থাকবে।

সম্পাদকীয়

এবার অনলাইন তথ্য সেন্সাসে সুরক্ষিত তো? কড়া চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি কেন্দ্র

ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ডিজিটাল ভারত। এবার এই ডিজিটাল ও অনলাইনের যুগে সাইবার প্রতারণার। কেবলমাত্র প্রতারকদের হাতে চাই শুধু একটাই অস্ত্র—ডেটা। তথ্য। আম আদমির তথ্য। আর ভারতের সবচেয়ে বড় তথ্যভাণ্ডার কী? সেন্সাস রিপোর্ট। আজকের দিনে সাধারণ মানুষের প্রত্যেকটা খুঁটিনাটি তথ্য পাওয়া যায় এখানেই। আসন্ন জনগণনা তাই যত না গুরুত্বপূর্ণ, তার থেকে বেশি চ্যালেঞ্জেরও। কারণ, এবার সবটাই হবে ডিজিটাল পদ্ধতিতে। এবং কোডে। যেমন, হিন্দু হলে '১'। মুসলমান হলে '২' ইত্যাদি। রাজ্যে রাজ্যে অগুনতি সরকারি কর্মী-অফিসার নামবেন কাজে। তথ্য সংগ্রহ করবেন। তা আপডেট করবেন নিজেদের ডিভাইসের অ্যাপে। সেই তথ্য সরাসরি আপলোড হবে দিল্লির মান সিং রোডে 'জনগণনা ভবনে'র সেন্ট্রাল সার্ভারে। প্রশ্ন একটাই, কোনওভাবে এই ডেটা 'লিক' হয়ে যাবে না তো? এখন খোলা বাজারে বিক্রি হয় মানুষের 'গোপন' তথ্য। জনগণনাতেও কিন্তু প্রত্যেকের তথ্যই 'গোপনীয়'। ফর্মের উপরে তা লেখাও থাকে। সবই যেখানে মানুষের উপর নির্ভরশীল, তথ্য পাচারের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিচ্ছে না কেন্দ্র। সেন্সাস ডেটা সুরক্ষিত করতে শুরু হয়েছে দফায় দফায় বৈঠক। চ্যালেঞ্জ একটাই—'গোপন' তথ্য সুরক্ষিত রাখা।

আজ, সোমবার প্রকাশ হবে জনগণনা সংক্রান্ত গেজেট বিজ্ঞপ্তি। ২০২৬ সালে শুরু হয়ে দুই পর্বে সেন্সাসের কাজ শেষ হবে ২০২৭ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি। তারপর যাবতীয় তথ্য পর্যালোচনার পর রিপোর্ট প্রকাশ হবে ওই বছরেরই মার্চ মাসের পর। রবিবার বিকেলে এ ব্যাপারে সেন্সাস কমিশনার মৃত্যুঞ্জয় কুমার নারায়ণকে ৬, এ কৃষ্ণ মেনন মার্গে নিজের বাংলোয় ডেকে বৈঠক করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর মঙ্গলবার কমিশনারকে ডেকেছেন কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট সচিবও। লক্ষ্য হল, ডিজিটাল ভারতে সেন্সাসকে ডিজিটালি সুরক্ষিত রাখা। এবং অবশ্যই তথ্য যাচাই। কোনওভাবেই যেন ভুল তথ্য সার্ভারে না ওঠে। যেমন, বাবার বয়স ৪০। ছেলে ২২। কিংবা পরিবারের তিনজন হিন্দু। একজন খ্রিস্টান। ...কেন্দ্রীয় স্তরে স্ক্রুটিনির পর এমন কোনও অস্বাভাবিক বা সন্দেহজনক তথ্য মিললেই সেই পরিবারের কাছে ফের যাচাইয়ে যাবেন জনগণনা কর্মী। দেখবেন, কোনও ভুল তথ্য নেওয়া হয়েছে কি না। পালক পিতার কাছে থাকেন? ধর্ম পরিবর্তন হয়েছে? যাচাই হবে সবটাই।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এবার জনগণনার নথিতে যুক্ত হবে 'অন্যান্য' (আদার্স) তথা সাধারণের নির্দিষ্ট জাতি বা কাস্ট। হিন্দু, শিখ এবং বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বরাই কেবলমাত্র তফসিলি জাতিভুক্ত হয়। উপজাতি যে কোনও ধর্মাবলম্বীই হতে পারেন। সরকার ধন্দে আছে, 'অন্য'দের মধ্যে যদি কেউ জাতি জানাতে না চান, তাহলে কী হবে? সেই ঘর কি ফাঁকা রাখা হবে? ভারতের মতো দেশে এমন জাতির সংখ্যা প্রচুর। অথচ, তার প্রমাণে সিংহভাগেরই কোনও শংসাপত্র নেই। তাহলে কি হেড অব দ্য ফ্যামিলির মুখের কথাই বিশ্বাস করা হবে? সেন্সাসের ডেটাশিট তৈরি হচ্ছে।

কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা সঠিকভাবে পালন করলে বহু ফল পাওয়া যায় মানব জীবনে

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(পঞ্চাশতম পর্ব)

করা হয় যে প্রতি শুক্রবার মায়ের পুজো করার পর এক মনে যদি এই মন্ত্রটি ১০৮ বার পাঠ করা যায়, তাহলে মায়ের নেক দৃষ্টি পরে তার ভক্তের উপর। ফলে একাধিক উপকার পাওয়ার সম্ভাবনা বেড়ে যায়, যেমন ধরুন...কর্মক্ষেত্রে পদন্নতি ঘটে:একেবারেই ঠিক শুনেছেন বন্ধু! এই মন্ত্রটি এতটাই শক্তিশালী যে নিয়মিত পাঠ করা শুরু করলে কর্মক্ষেত্রে চটজলদি প্রমোশন পাওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়, সেই সঙ্গে প্রতিপক্ষদের নিকেশ ঘটতেও সময় লাগে না। তাই তো বলি বন্ধু ৩০ পেরতে না পেরতেই যদি বাড়ি,গাড়ি এবং মোটা মাইনের

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ

আসন্ন আদমশুমারীর প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে আজ নতুন দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব, আরজি অ্যান্ড সিসিআই সহ উর্ধতন আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন

নতুন দিল্লি, ১৫ জুন, ২০২৫

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ আসন্ন আদমশুমারীর প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে আজ নতুন দিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব, আরজি অ্যান্ড সিসিআই সহ উর্ধতন আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। আদমশুমারী সংক্রান্ত সরকারি বিজ্ঞপ্তি ১৬ জুন প্রকাশিত হবে।

এই শুমারী দুটি পর্যায়ে হবে। প্রথম পর্বে বাড়ি বাড়ি গিয়ে, সেই বাড়ি কতটা বসবাসযোগ্য, বাড়ির বাসিন্দাদের সম্পত্তি এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধা সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করা হবে। দ্বিতীয় পর্বে জনসংখ্যা গণনা, জনবিন্যাস, আর্থ-সামাজিক পরিস্থিতি এবং প্রতিটি বাড়ির প্রত্যেক সদস্যের বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করা হবে। এবারের আদমশুমারীতে জাতি ভিত্তিক গণনাও হবে।

আদমশুমারী পরিচালনার জন্য ৩৪ লক্ষ গণনাকারী, সুপারভাইজার এবং প্রায় ১ লক্ষ ৩০ হাজার আধিকারিক কাজ করবেন। ভারতে এটি ষোড়শ আদমশুমারী। স্বাধীনতার পর এবার অষ্টম শুমারী হবে।

এবারের আদমশুমারী মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনের মাধ্যমে ডিজিটাল পদ্ধতিতে করা হবে। জনসাধারণও এই প্রক্রিয়ায় সামিল হতে পারবেন। এই শুমারীতে সংগৃহীত তথ্য যাতে সুরক্ষিত থাকে তা নিশ্চিত করতে তথ্য সংগ্রহ, সরবরাহ এবং সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করা হবে।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

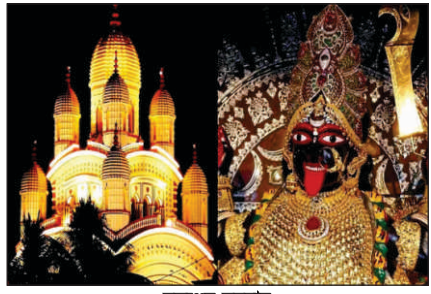

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

দেবীকে আহ্বান করিতে হয় যন্ত্রে ও ঘটে" (ভারতীয় দর্শন ৭০)। আরেকটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, দুর্গাপুজোর বোধন কিন্তু কোনও অকাল বোধন নয় কৃত্তিবাস মধ্যযুগে যেমন কল্পনা করেছেন, এটা উপমহাদেশে অত্যন্ত প্রাচীন।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

তথ্য সেন্সাসে সুরক্ষিত তো? কড়া চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি কেন্দ্র

সুমন পাত্র, বিশেষ প্রতিবেদন

নরেন্দ্র মোদির ডিজিটাল ভারত। সাইবার প্রতারণারও বটে। প্রতারকদের হাতে চাই শুধু একটাই অস্ত্র—ডেটা। তথ্য। আম আদমির তথ্য। আর ভারতের সবচেয়ে বড় তথ্যভাণ্ডার কী? সেন্সাস রিপোর্ট। সাধারণ মানুষের প্রত্যেকটা খুঁটিনাটি তথ্য পাওয়া যায় এখানেই। আসন্ন জনগণনা তাই যত না গুরুত্বপূর্ণ, তার থেকে বেশি চ্যালেঞ্জেরও। কারণ, এবার সবটাই হবে ডিজিটাল পদ্ধতিতে। এবং কোডে। যেমন, হিন্দু হলে '১'। মুসলমান হলে '২' ইত্যাদি। রাজ্যে রাজ্যে অগুনতি সরকারি কর্মী-অফিসার নামবেন কাজে। তথ্য সংগ্রহ করবেন। তা আপডেট করবেন নিজেদের ডিভাইসের অ্যাপে। সেই তথ্য সরাসরি আপলোড হবে দিল্লির মান সিং রোডে 'জনগণনা ভবনে'র সেন্ট্রাল সার্ভারে। প্রশ্ন একটাই, কোনওভাবে এই ডেটা 'লিক' হয়ে যাবে না তো? এখন খোলা বাজারে বিক্রি হয় মানুষের 'গোপন' তথ্য। জনগণনাতেও কিন্তু প্রত্যেকের তথ্যই 'গোপনীয়'। ফর্মের উপরে তা লেখাও থাকে। সবই যেখানে মানুষের উপর নির্ভরশীল, তথ্য পাচারের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দিচ্ছে না কেন্দ্র। সেন্সাস ডেটা সুরক্ষিত করতে শুরু হয়েছে দফায় দফায় বৈঠক। চ্যালেঞ্জ একটাই—'গোপন' তথ্য সুরক্ষিত রাখা।

আজ, সোমবার প্রকাশ হবে জনগণনা সংক্রান্ত গেজেট বিজ্ঞপ্তি। ২০২৬ সালে শুরু হয়ে দুই পর্বে সেন্সাসের কাজ শেষ হবে ২০২৭ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি। তারপর যাবতীয় তথ্য পর্যালোচনার পর রিপোর্ট প্রকাশ হবে ওই বছরেরই মার্চ মাসের পর। রবিবার বিকেলে এ ব্যাপারে সেন্সাস কমিশনার মৃত্যুঞ্জয় কুমার নারায়ণকে ৬, এ কৃষ্ণ মেনন মার্গে নিজের বাংলোয় ডেকে বৈঠক করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর মঙ্গলবার কমিশনারকে ডেকেছেন কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেট সচিবও। লক্ষ্য হল, ডিজিটাল ভারতে সেন্সাসকে ডিজিটালি সুরক্ষিত রাখা। এবং অবশ্যই তথ্য যাচাই। কোনওভাবেই যেন ভুল তথ্য সার্ভারে না ওঠে। যেমন, বাবার বয়স ৪০। ছেলে ২২। কিংবা পরিবারের তিনজন হিন্দু। একজন খ্রিস্টান। ...কেন্দ্রীয় স্তরে স্ক্রুটিনির পর এমন কোনও অস্বাভাবিক বা সন্দেহজনক তথ্য মিললেই সেই পরিবারের কাছে ফের যাচাইয়ে যাবেন জনগণনা কর্মী। দেখবেন, কোনও ভুল তথ্য নেওয়া হয়েছে কি না। পালক পিতার কাছে থাকেন? ধর্ম পরিবর্তন হয়েছে? যাচাই হবে সবটাই।

উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এবার জনগণনার নথিতে যুক্ত হবে 'অন্যান্য' (আদার্স) তথা সাধারণের নির্দিষ্ট জাতি বা কাস্ট। হিন্দু, শিখ এবং বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বরাই কেবলমাত্র তফসিলি জাতিভুক্ত হয়। উপজাতি যে কোনও ধর্মাবলম্বীই হতে পারেন। সরকার ধন্দে আছে, 'অন্য'দের মধ্যে যদি কেউ জাতি জানাতে না চান, তাহলে কী হবে? সেই ঘর কি ফাঁকা রাখা হবে? ভারতের মতো দেশে এমন জাতির সংখ্যা প্রচুর। অথচ, তার প্রমাণে সিংহভাগেরই কোনও শংসাপত্র নেই। তাহলে কি হেড অব দ্য ফ্যামিলির মুখের কথাই বিশ্বাস করা হবে? সেন্সাসের ডেটাশিট তৈরি হচ্ছে। প্রশ্ন নিয়েই!

ইপিএফও সদস্যদের অবৈধ এজেন্টের বদলে বিনামূল্যে নিশ্চিত অনলাইন পরিষেবার জন্য সরকারি ইপিএফও পোর্টাল ব্যবহার করার আর্জি জানিয়েছে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ইপিএফও পরিষেবা দ্রুত, স্বচ্ছ এবং ব্যবহারকারী-বান্ধব করে তুলতে একাধিক সংস্কার করেছে এমপ্লয়িজ প্রভিডেন্ট ফান্ড অর্গানাইজেশন (ইপিএফও)। সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্ঝঞ্ঝাট, নিরাপদ এবং কার্যকর পরিষেবা দিতে এই উদ্যোগগুলি ইপিএফও-র দায়বদ্ধতার অঙ্গ।

ইপিএফও সম্প্রতি কেওয়াইসি-র সরলীকরণ অথবা সদস্যদের বিবরণ সংশোধন, দাবির আবেদন ১ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আগাম পাওনার স্বয়ংক্রিয় নিষ্পত্তি এবং অবসরভাতা বিতরণ প্রক্রিয়ার সরলীকরণের জন্য সেন্ট্রালাইজড পেনশন পেমেন্ট সিস্টেম (সিপিপিএস)-এর জন্য নির্দেশিকা জারি করেছে।

স্বয়ংক্রিয় দাবি নিষ্পত্তি সুবিধার ঊর্ধ্বসীমা বাড়িয়ে ১ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। অসুস্থতা, আবাসন, বিবাহ এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে আগামের জন্য। ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে এর মাধ্যমে ২.৩৪ কোটি দাবির নিষ্পত্তি হয়েছে। ১৫.০১.২০২৫ থেকে হস্তান্তর দাবি প্রক্রিয়ারও সরলীকরণ করা হয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে নিয়োগকারীর অনুমোদনের প্রয়োজনীয়তা নেই।

সদস্যদের নাম, ঠিকানা সংশোধনের প্রক্রিয়াটিও সরলীকরণ করা হয়েছে আধার ব্যবহারের মাধ্যমে। এর জন্য নিয়োগকারী এবং ইপিএফও-র ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে না বেশিরভাগ ক্ষেত্রে। অনলাইন ডি-লিঙ্কিং সুবিধার জন্য সদস্যরা তাঁদের ইউএএন থেকে ভুল সদস্য আইডি ডিলিঙ্ক করতে পারছেন। ফলে অভিযোগ অনেক হ্রাস পেয়েছে।

ইউএএন প্রদান এবং সেটিকে কার্যকর করে তোলা হচ্ছে উমঙ্গ অ্যাপের মাধ্যমে ফেস অথেন্টিকেশন টেকনোলজি

এরপর ৬ পাতায়

আপাতকালীন পরিষেবা তালিকাসূচী

Emergency Contacts
Ambulance - 102
Ambulance (Bandhumahal Club) - 9735697689
Child Line - 112
Canning PS - 03218-255221
FIRE - 9064495235

Contacts of Hospital, Nursing Home & Doctors
Canning S.D Hospital - 03218-255352
Dipanjan Nursing Home - 03218-255691
Green View Nursing Home - 03218-255550
A.K.Moolal Nursing Home - 03218-315247
Binapani Nursing Home - 9732545652
Nazat Nursing Home, Taldi - 9143032199
Welcome Nursing Home - 9733593488
Dr. Bikash Sapui - 03218-255269
Dr. Biren Mondal - 03218-255247
Dr Arun Dulal Paul - 03218 - (Cham) 253219
(Re) 255548
Dr. Phani Bhusan Das - 03218 - 255364,
(Cham) 255264
Dr. A.K. Bhartacherjee - 03218-255518
Dr. Lokenath Sa - 03218-255660

Administrative Contacts
SP Office - 033-24330010
SDO Office - 03218-255340
SDPO Office - 03218-285398
BDO Office - 03218-255205

Contacts of Railway Stations & Banks
Canning Railway Station - 03218-255275
SBI (Canning Town) - 03218-255216,255218
PNB (Canning Town) - 03218-255231
Mahila Co-operative Bank - 03218-255134
WB State Co-operative - 03218-255239
Bandhan Bank - Mob. No. 7596012991
Axix Bank - 03218-255352
Bank of Boroda, Canning - 03218-257888
ICICI Bank, Canning - 03218-255206
HDFC Bank, Canning Hos. More - 9088107808
Bank of India, Canning - 03218 - 245091

রাত্রিকালীন ঔষধ পরিষেবার তালিকাসূচী (ক্যানিং)

প্রতি মাসের এই তারিখে এই সমস্ত দোকান খোলা থাকবে

01 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	02 ভারত মেডিকেল হল	03 সপ্না মেডিকেল হল	04 ভারত মেডিক্যাল হল	05 ঘোষ মেডিকেল	06 ঔষধ ঘর
07 আরোগ্য মেডিক্যাল	08 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	09 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি	10 জীবন জ্যোতি ফার্মেসী	11 সিনহা মেডিকেল হল	12 গোকুল ফার্মেসী
13 ঔষধ ঘর	14 সৌভিক ফার্মেসি	15 নির্মলা মেডিকেল হল	16 মাতৃ ফার্মেসী	17 ইউনিক ফার্মেসী	18 সুন্দরবন ব্লু প্রিন্ট ফার্মেসি
19 ঘোষ মেডিকেল	20 সৌভিক ফার্মেসি	21 আরোগ্য মেডিকেল	22 মেডিকেয়ার ফার্মেসী	23 শোভা মেডিকেল হল	24 প্রমিলা মেডিকেল কর্নার
25 সিনহা মেডিকেল হল	26 ঘোষ মেডিকেল	27 মাতৃ ফার্মেসী	28 সৌভিক ফার্মেসি	29 নির্মলা মেডিকেল হল	30 মাতৃ ফার্মেসী

প্রধানমন্ত্রী এবং সাইপ্রাসের রাষ্ট্রপতি ভারত ও সাইপ্রাসের ব্যবসাবাণিজ্য মহলের শীর্ষ ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে মতবিনিময় করেছেন

নতুন দিল্লি, ১৬ জুন, ২০২৫

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী এবং সাইপ্রাসের রাষ্ট্রপতি শ্রী নিকোস ক্রিস্টোডৌলিডেস আজ লিমাসোলে ভারত ও সাইপ্রাসের ব্যবসাবাণিজ্য মহলের শীর্ষ ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে এক গোলটেবিল বৈঠকে মতবিনিময় করেন। ব্যাঙ্কিং, আর্থিক প্রতিষ্ঠান, উৎপাদন সংক্রান্ত সংস্থা, প্রতিরক্ষা, পণ্য পরিবাহী সংস্থা, সামুদ্রিক বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, জাহাজ শিল্প, প্রযুক্তি উদ্ভাবন, ডিজিটাল প্রযুক্তি, কৃত্রিম মেধা, তথ্য প্রযুক্তি পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা, পর্যটন এবং পরিবহণ – এই ধরণের সংস্থাগুলির প্রতিনিধিরা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

গত ১১ বছরে ভারতে আর্থিক ক্ষেত্রে দ্রুত সংস্কারের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিশ্বে প্রধান প্রধান অর্থনৈতিক শক্তির মধ্যে অন্যতম রাষ্ট্র হয়ে ওঠার দৌড়ে ভারত রয়েছে। এক্ষেত্রে আগামী প্রজন্মের কথা বিবেচনা করে গৃহীত সংস্কার, যথাযথ নীতি সংক্রান্ত পূর্বাভাস, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সহজে ব্যবসাবাণিজ্য করার পরিবেশ করার সহায় হয়েছে। উদ্ভাবন, ডিজিটাল বিপ্লব, স্টার্টআপ এবং ভবিষ্যতের চাহিদার কথা বিবেচনা করে যথাযথ পরিকাঠামো উন্নয়নের উপর ভারত গুরুত্ব দিচ্ছে। আশা করা যায়, বিশ্বে অর্থনীতির নিরিখে পঞ্চম বৃহত্তম এই রাষ্ট্র খুব শীঘ্রই তৃতীয় বৃহত্তম রাষ্ট্রে উন্নীত হবে। অসামরিক বিমান পরিবহণ, বন্দর, জাহাজ নির্মাণ, ডিজিটাল পদ্ধতিতে লেনদেন এবং পরিবেশবান্ধব উন্নয়নের মতো ক্ষেত্রে ভারতের সুস্থায়ী উন্নয়ন সাইপ্রাসের বিভিন্ন সংস্থার কাছে বিপুল সম্ভাবনা নিয়ে এসেছে, এইসব সংস্থাগুলিকে ভারতের উন্নয়ন যাত্রার অংশীদার হওয়ার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী। ভারতের দক্ষ প্রতিভা এবং স্টার্টআপ ব্যবস্থাপনা এদেশের শক্তি। এছাড়াও ভারতের উন্নয়ন যাত্রায় উৎপাদন, কৃত্রিম মেধা, কোয়ান্টাম, সেমিকনডাক্টর এবং গুরুত্বপূর্ণ ক্রিটিক্যাল মিনারেলের মতো খনিজ পদার্থগুলি সামিল হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী সাইপ্রাসকে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক অংশীদার বলে বর্ণনা করেন। প্রত্যক্ষ বিদেশী বিনিয়োগের মতো ক্ষেত্রে সাইপ্রাসের আগ্রহের কথা উল্লেখ করে তিনি সেদেশের সংস্থাগুলিকে ভারতে বিনিয়োগে আহ্বান জানান। আর্থিক পরিষেবা ক্ষেত্রে সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করে গুজরাটের গিফট সিটিতে এনএসই ইন্টারন্যাশনাল এক্সচেঞ্জ এবং সাইপ্রাস স্টক এক্সচেঞ্জের মধ্যে স্বাক্ষরিত সমঝোতাপত্রের বিষয়ে উভয় নেতা সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। পর্যটন ও ব্যবসাবাণিজ্যের সুবিধার কথা বিবেচনা করে ইউপিআই-এর মাধ্যমে আর্থিক লেনদেন যাতে দুটি দেশের মধ্যে হতে পারে, সেই লক্ষ্যে এনপিসিআই ইন্টারন্যাশনাল পেমেন্টস লিমিটেড এবং ইউরোব্যাঙ্ক সাইপ্রাস একটি সমঝোতাপত্র স্বাক্ষর করে। প্রধানমন্ত্রী ভারত-গ্রিস-সাইপ্রাস বিজনেস অ্যান্ড ইনভেস্টমেন্ট কাউন্সিল গড়ে ওঠায় সন্তোষ প্রকাশ করেন। এই পরিষদ পর্যটন, পণ্য পরিবহণ, পুনর্নবীকরণযোগ্য জ্বালানী, অসামরিক বিমান চলাচল এবং ডিজিটাল পরিষেবার মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে ত্রিপাক্ষিক সহযোগিতা গড়ে তুলতে সহায়ক হবে। অনেক ভারতীয় প্রতিষ্ঠান সাইপ্রাসকে ইউরোপের প্রবেশদ্বার হিসেবে বিবেচনা করে বলে প্রধানমন্ত্রী জানান। এই দেশ তথ্য প্রযুক্তি পরিষেবা, আর্থিক ব্যবস্থাপনা এবং পর্যটনের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র।

আগামী বছর ইইউ কাউন্সিলের সভাপতিত্বের দায়িত্ব সাইপ্রাস গ্রহণ করবে। ভারত-ইইউ কৌশলগত অংশীদারিত্বকে আরও শক্তিশালী করতে দুই নেতা তাঁদের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। এবছরের মধ্যে ভারত-ইইউ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে বলে তাঁরা আশাপ্রকাশ করেন। এর ফলে, ভারত এবং ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে ব্যবসাবাণিজ্যে গতি আসবে এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতা প্রসারিত হবে। আজকের এই গোলটেবিল বৈঠকে বিভিন্ন বাস্তবসম্মত পরামর্শ পাওয়া গেছে বলে প্রধানমন্ত্রী জানান। এর সাহায্যে ব্যবসাবাণিজ্য, উদ্ভাবন এবং কৌশলগত ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী সহযোগিতা নিশ্চিত করতে একটি অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

ভারত ও সাইপ্রাস অভিন্ন এক উচ্চাকাঙ্ক্ষা পোষণ করে। দুটি দেশ ভবিষ্যতের বিভিন্ন চাহিদা বিবেচনা করে নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর মাধ্যমে পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট অর্থনৈতিক সহযোগিতার নতুন এক যুগের সৃষ্টি হবে।

(৫ পাতার পর)

ইপিএফও সদস্যদের অবৈধ এজেন্টের বদলে বিনামূল্যে নিশ্চিত অনলাইন পরিষেবার জন্য সরকারি ইপিএফও পোর্টাল ব্যবহার করার আর্জি জানিয়েছে

(এফএটি) ব্যবহার করে। এই সুবিধার মাধ্যমে সদস্য দ্রুত ইপিএফও পরিষেবাগুলি পাচ্ছেন যেমন- পাসবুক দেখা, কেওয়াইসি আপডেট করা, দাবি জানানো ইত্যাদি।

অনলাইনে জমা দেওয়া দাবির দ্রুত নিষ্পত্তি এবং দাবি প্রত্যাখ্যান কমাতে চেকের পাতা অথবা সংশিত ব্যাঙ্কের পাসবই আপলোড করার শর্তটি তুলে দিয়েছে ইপিএফও। ২০২৫-এর এপ্রিল থেকে ইউএএন-এর সঙ্গে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট যুক্ত করার জন্য নিয়োগকারীর অনুমোদনও আর লাগছে না।

তবে এটা লক্ষ্য করা গেছে যে, অনেক সাইবার কাফে অপারেটর ইপিএফও সদস্যদের পরিষেবা দিতে অনেক টাকা চাইছে, যদিও এই পরিষেবা বিনামূল্যে প্রাপ্য। অনেক ক্ষেত্রেই অপারেটররা ইপিএফও অনলাইন গ্রিভান্স পোর্টাল ব্যবহার করেই তা করতে পারছে যদিও যে কোনও সদস্যই এটি বিনামূল্যে বাড়িতে বসেই নিজে করতে পারেন। সদস্যদের ইপিএফও সংক্রান্ত পরিষেবা পেতে কোনও তৃতীয় ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে। কারণ এতে আর্থিক তথ্য প্রকাশ হয়ে যেতে পারে। ইপিএফও এই সমস্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে স্বীকৃতি দেয় না।

ইপিএফও-র শক্তিশালী বিবাদ নিষ্পত্তি ব্যবস্থা আছে যেখানে সদস্যদের অভিযোগগুলি নথিভুক্ত হয় সিপিজিআরএমএস অথবা ইপিএফআইজিএমএস পোর্টালে এবং সেগুলির তদারকি করা হয়, যতক্ষণ না নিষ্পত্তি হচ্ছে। ২০২৪-২৫ অর্থ বছরে ইপিএফআইজিএমএস ১৬ লক্ষ ১ হাজার ২০২টি এবং সিপিজিআরএমএস-এ ১ লক্ষ ৭৪ হাজার ৩২৮টি অভিযোগ নথিভুক্ত হয়। এর মধ্যে ৯৮ শতাংশ অভিযোগের নিষ্পত্তি হয়েছে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে। ইপিএফও তার সকল সদস্যদের, নিয়োগকারীদের এবং অবসরপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের ইপিএফও পোর্টাল এবং উমঙ্গ অ্যাপের মাধ্যমে অনলাইন পরিষেবা পাওয়ার পরামর্শ দিচ্ছে। সমস্ত ধরনের পরিষেবাই বিনামূল্যে পাওয়া যায়। কোনও তৃতীয় ব্যক্তি অথবা সাইবার কাফেকে কোনও অর্থ দেওয়ার প্রয়োজন নেই। এছাড়াও কোনও বিষয়ে প্রয়োজনে সদস্যরা সরকারি ওয়েবসাইট http://www.epfindia.gov.in / -এ তালিকাভুক্ত আঞ্চলিক কার্যালয়ে ইপিএফও হেল্পডেস্ক বা জনসংযোগ আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।

সিনেমার খবর

কেন হিন্দির আগ্রাসনের বিপক্ষে কমল হাসান?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বরাবরই স্পষ্টবাদী দক্ষিণী অভিনেতা কমল হাসন। পরিচয়ে 'দক্ষিণী অভিনেতা' শব্দবন্ধ ব্যবহৃত হলেও প্রায় ৬৫ বছরের অভিনয় জীবনে ৭০ বছরের এই অভিনেতা কাজ করেছেন দেশের নানা ভাষার ছবিতে। বলিউডেও কমলের নামডাক কম নয়। বাংলা ছবিও মনে রেখেছে তাকে।

সম্প্রতি কন্নড় ভাষাকে তামিলের সন্তান বলে উল্লেখ করে বিতর্কে জড়িয়েছেন কমল। তার বিরুদ্ধে হয়েছে আইনি পদক্ষেপ। নিজের বক্তব্যে তবু অনড় অভিনেতা। দুই দ্রাবিড় ভাষার মধ্যে এমন গোলমাল আগে তেমন ভাবে দেখা যায়নি। তবে এবার ফের ভাষা নিয়ে মুখ খুললেন কমল। তার নতুন ছবি 'ঠগ লাইফ'-এর প্রচারের মধ্যেই তিনি হিন্দি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে কথা বললেন।

সংবাদ সংস্থাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে কমল বলেন, আমি 'এক দুজে কে লিয়ে' ছবির অভিনেতা। কোনও আগ্রাসন ছাড়াই আমরা অন্য ভাষা শিখতে পারি। চাপিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন নেই। কমল তুলে আনেন জাতীয় শিক্ষা নীতির প্রসঙ্গ। তিনি মনে করেন শিক্ষাব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত যাতে সব থেকে সহজ পথে ছোটদের শেখানো যায়। সেই পথে যেন কোনও বাধা না থাকে।

উল্লেখ্য, ১৯৮১ সালে মুক্তি পাওয়া ছবি 'এক দুজে কে লিয়ে'-তে কমল এক তামিল যুবকের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। সে ছবির নায়ক এক হিন্দিভাষী প্রতিবেশীর প্রেমে পড়ে। এ ছবি কমলকে দিয়েছিল বলিউডে প্রতিষ্ঠা। সেই সূত্র টেনেই অভিনেতা কেন্দ্রীয় হিন্দি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন।

কমলের রাজ্য তামিলনাড়ুর ক্ষমতাসীন ডিএমকে সরকার জাতীয় শিক্ষা নীতির বিরোধিতা করছে। ছোটদের তিনটি ভাষা শিক্ষার বাধ্যবাধকতা মানতে তারা রাজি নয়। অভিযোগ, বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকার ভারতের সর্বত্র হিন্দি চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। কমল নিজেও এমনই মনে করেন।

তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য একটা ভাষা শেখা প্রয়োজন। সে ক্ষেত্রে ইংরেজি শেখাই যথেষ্ট। কেউ চাইলে স্প্যানিশ বা চাইনিজ শিখে নিতে পারেন। আমরা তো গত প্রায় সাড়ে তিনশো বছর ধরে ইংরেজিটা শিখেছি, ধীরে ধীরে, কিন্তু দৃঢ়ভাবে। আজ হঠাৎ বদলাতে গেলে আবার নতুন করে শুরু করতে হবে। তিনি মনে করেন, এখন এই নিয়মের পরিবর্তন করতে গেলে অহেতুক কিছু মানুষকে অশিক্ষিত বলে দেগে দিতে হবে, বিশেষত তামিলনাড়ুর মতো রাজ্যে। কমল বলেন, এখন যদি হিন্দি চাপিয়ে দেন এবং বলতে শুরু করেন হিন্দি না জানলে বিন্ধ্য পর্বতের ও পারে আর কোনও কাজ তোমার জন্য নেই, তা হলে তো মুশকিল। তা হলে সেই সব প্রতিশ্রুতির কী হবে, আমার ভাষার কী হবে? আমি কি সেই ২২টি সরকারি ভাষার সদস্য নই? এ সব প্রশ্ন তো উঠবেই।

কানাডায় পকেটমানির জন্য যে কাজ করতেন নোরা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারতে এসে বলিউড দুনিয়ায় পাকাপাকি জায়গা করে নেওয়াটা খুব সহজ কাজ নয়। কানাডায় বেড়ে ওঠা নোরার জীবন ছিল খুব সাধারণ। আর পাঁচজনের মতোই দিন কাটত তার। স্কুলের পাশাপাশি বাড়তি কিছু পকেটমানির জন্য করতেন নানা ধরনের কাজ। যার মধ্যে একটি ছিল ওয়েটারের চাকরি।

একবার এক কুকিং-শোয়ে অংশগ্রহণ করে নিজের সেই অভিজ্ঞতা শেয়ার করেছিলেন নোরা। জানিয়েছিলেন কানাডায় প্রায় সবাই অতিরিক্ত আয়ের জন্য এমন কাজ করে থাকেন। নোরা ফাতেহিও তার ব্যতিক্রমী ছিলেন না। তবে এই কাজ করতে গিয়ে একাধিক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় তাকে।

নোরা জানান, তিনি জানতেন কতটা কঠিন কাজ। ফলে এই কাজ যে ঠিক কতটা ধৈর্যের, কতটা কষ্ট সহ্য করতে হয়, তা তিনি নিজের জীবনে উপলব্ধি করেছেন। নোরা ছোট থেকে একাধিক কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে গিয়েছেন। বর্তমানে বিনোদন জগতে তার খ্যাতি তুঙ্গে। যদিও অতীত ভোলেননি তিনি।

বর্তমানে বেড়েছে তার আয়। বেড়েছে তার ব্র্যান্ড ভ্যালু। তবে একটা সময় মাত্র ৫০০০ টাকা নিয়ে ভারতে পা রেখেছিলেন তিনি। বলিউডের অভিনেত্রী হতে চান তিনি। বর্তমানে তার নাচের পাশাপাশি গানও বেশ জনপ্রিয়। স্কুলজীবন থেকেই টাকার জন্য কঠিন লড়াই করতে হয় তাকে। সেলস গার্লের কাজ করতেন পকেটমানির জন্যে। এভাবেই বেড়ে ওঠা নোরা ফাতেহির। বর্তমানে তিনি বলিউড কাঁপাচ্ছেন। দেশ থেকে বিদেশে তার চাহিদা তুঙ্গে। মোটা টাকার বিনিময় কনসার্টে হাজির হন নোরা।

সম্পর্ক মানে আমার কাছে বড় দায়িত্ব: শুভশ্রী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ইন্দ্রদীপ দাশগুপ্ত পরিচালিত নতুন বাংলা ছবি 'গৃহপ্রবেশ'-এ অভিনয় করছেন শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়। এই ছবির চরিত্র নিয়ে অভিনেত্রীর উত্তরে জানা যায়, এটি এমন এক ধরণের চরিত্র, যা প্রত্যেক অভিনেতার স্বপ্নের। ট্রেলার দেখে সবাই বলছেন এটা ঋতুপর্ণ ঘোষের ঘরানার ছবি। তিনি জানান, 'গৃহপ্রবেশ' সম্পর্ক এবং অপেক্ষার গল্প বলতে যাচ্ছে, যা এখনও সময়োপযোগী।

সম্পর্কের বিষয়ে শুভশ্রী বলেন, 'সম্পর্ক মানে আমার কাছে একটা বড় দায়িত্ব। প্রথম প্রেমের অনুভূতি যতই ক্লাসিক ও রোমান্টিক হোক না কেন, সম্পর্কের বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্বের পরিধিও বাড়ে।'

তিনি আরও যোগ করেন, 'ভালোবাসার কোনো প্রজন্ম হয় না। কেউ ভালোবেসে একসঙ্গে থাকার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, কিন্তু যদি সম্পর্ক কাজ না করে, সম্মান বজায় রেখে আলাদা হওয়াও অপরাধ নয়।'

বাংলা ছবির শীর্ষস্থানীয় অভিনেত্রীদের একজন হিসেবে এত সাফল্যের পরও কি জায়গা হারানোর ভয় পান? শুভশ্রী সোজাসাপটা বলেন, 'জীবনে উত্থান-পতন আমার কাছে স্বাভাবিক। আমি জীবনে খুব বেশি চাই না। কখনো আমার ক্যারিয়ার নিচে নেমেছে, আবার উপরে উঠেছে। তাই আমি এরকম বিষয় নিয়ে বিচলিত হই না।'

ঋতুপর্ণ ঘোষের প্রতি শুভশ্রীর শ্রদ্ধা স্পষ্ট। তিনি জানান, ''ঋতুদা আমার 'পরাণ যায় জ্বলিয়া রে' দেখেছেন এবং আমার জন্য চরিত্র ভাবছিলেন, কিন্তু কাজটা আর হয়নি। 'দোসর' এবং 'উনিশে এপ্রিল' আমার প্রিয় ঋতুপর্ণ ঘোষের ছবি। তিনি আমাদের অজানা কথা খুব সুন্দরভাবে পর্দায় ফুটিয়ে তুলতে পারতেন।''

শুভশ্রীর অপেক্ষার এক অন্য ছবি 'ধূমকেতু'র মুক্তির দিন ঘোষণা হওয়ার পর অনুরাগীদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়েছে। কিন্তু এই বিষয়ে কথা বলতে নারাজ তিনি, 'ধূমকেতু' নিয়ে এখনই কিছু বলতে চাই না। প্রচারের সময় অবশ্য আমি কথা বলব।

ব্যালন ডি'অর নিয়ে রোনালদোর মন্তব্যের কী জবাব দিলেন ফরাসি কিংবদন্তি?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পর্তুগাল ও স্পেনের মধ্যকার নেশনস লিগের ফাইনাল ঘিরে উত্তেজনার মাঝেই আলোচনার কেন্দ্রে উঠে এলেন ফ্রাঙ্ক রিবেরি ও ক্রিশ্চিয়ানো রোনালদো। ব্যালন ডি'অর নিয়ে রোনালদোর মন্তব্যের জবাবে খোলাখুলি বিদ্রুপ করলেন সাবেক ফরাসি তারকা রিবেরি।

রবিবার (৮ জুন) রাত ১টায় উয়েফা নেশনস লিগের ফাইনালে মুখোমুখি হবে স্পেন ও পর্তুগাল, যেখানে একদিকে থাকবেন ৪০ বছর বয়সী কিংবদন্তি রোনালদো, অন্যদিকে ১৭ বছর বয়সী নতুন প্রতিভা লামিন ইয়ামাল। এই ম্যাচ কেবল শিরোপা নির্ধারণই করবে না, বরং ফুটবল দুনিয়ায় এক প্রজন্মের অবসান ও নতুন প্রজন্মের উত্থানের প্রতীক হয়ে থাকবে।

প্রাক-ম্যাচ সংবাদ সম্মেলনে রোনালদোকে ইয়ামাল সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, ওর প্রতিভা অসাধারণ, তবে ওর ওপর খুব বেশি চাপ দেয়া উচিত নয়।

ব্যালন ডি'অর নিয়ে নিজের মতামত দিতে গিয়ে রোনালদো বলেন, আমার মতে, ব্যালন ডি'অর জেতার জন্য চ্যাম্পিয়নস লিগ জেতা জরুরি। আমি নির্দিষ্ট কারো নাম বলব না, তবে ইয়ামাল ও এমবাপ্পে যারা জেতেনি এবং ডেম্বেলে বা ভিতিনহা যারা জিতেছে, সবাই দাবিদার।

এই মন্তব্যই বোধহয় মনে পড়িয়ে দেয় রিবেরির জীবনের সবচেয়ে হতাশার মুহূর্তগুলোর একটিকে। ২০১৩ সালে বায়ার্ন মিউনিখের হয়ে দুর্দান্ত পারফরম্যান্স করে এবং চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতে ব্যালন ডি'অরের অন্যতম সেরা দাবিদার ছিলেন তিনি। কিন্তু পুরস্কারটি সেই বছর রোনালদোই পান, যিনি চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতেননি।

রিবেরি তাই এবার আর চুপ থাকেননি। তিনি সরাসরি কটাক্ষ করে বলেন, তাহলে ব্যালন ডি'অর জিততে হলে চ্যাম্পিয়নস লিগ জিততেই হবে?

এই বক্তব্যের মাধ্যমে রিবেরি শুধু রোনালদোর বর্তমান মন্তব্যের সমালোচনাই করেননি, বরং সেই পুরোনো বিতর্কও নতুন করে উস্কে দিলেন যেখানে চ্যাম্পিয়নস লিগ জয় করেও তিনি নিজে ছিলেন উপেক্ষিত।

সাদা বলেও নতুন অধিনায়ক চায় ভারত?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভারতের সাদা পোশাকের ক্রিকেটে বড় রদবদল হয়েছে। থেমেছে রোহিত শর্মা যুগ। শুরু হয়েছে শুভমন গিলের জমানা। শুধু টেস্টেই নয়, টি-টোয়েন্টিতেও নতুন অধিনায়ক খুঁজছে ভারত। দেশটির ক্রিকেটের প্রধান কোচ গৌতম গম্ভীরের চাওয়া রঙিন পোশাকে সূর্যকুমার যাদবকে বাদ রেখে পারফর্ম করছেন—এমন কাউকে আনা।

সূর্যর ব্যাট অনেকদিন যাবৎ কথা বলছে না। আইপিএলেও আহামরি ছিলেন না ৩৬০ ডিগ্রি খ্যাত এই ব্যাটার। তার উপর ভারতের সবশেষ সব ম্যাচেই সূর্যর আলো জ্বলেনি। তাই ভারতের বোর্ড বিসিসিআই নতুন খুঁজতে বাধ্য হচ্ছে। শোনা যাচ্ছে, দায়িত্ব পেতে যাচ্ছেন শ্রেয়াশ আইয়ার।

আইপিএলে পাঞ্জাবের হয়ে ১৭ ম্যাচে আইয়ার করেছেন ৬০৪ রান। শুধু আইপিএল নয়, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি বা ঘরোয়া ক্রিকেট, সব জায়গাতেই ধারাবাহিক। ভারতের একটি গণমাধ্যমের দাবি, সব দিক বিবেচনায় ভবিষ্যতের অধিনায়কের তালিকায় আসতে পারে শ্রেয়াসের নাম।

বিসিসিআইয়ের বরাতে শ্রেয়াস বলেন, 'বর্তমানে শ্রেয়াস শুধু ওয়ানডে খেলছে। কিন্তু আইপিএলের পর আমরা ওকে টি-টোয়েন্টি ক্রিকেট বা টেস্টের তালিকা থেকে বাইরে রাখতে পারব না। তার সঙ্গে সাদা বলের ক্রিকেটে ওর নাম অধিনায়ক হিসেবেও বিবেচনায় রাখতে হচ্ছে।'

বর্তমানে ভারতের ওয়ানডে দলকে বর্তমানে নেতৃত্ব দিচ্ছেন রোহিত। টি-টোয়েন্টির দায়িত্ব সূর্যকুমার যাদবের কাঁধে। তবে সূর্যর ফর্ম নিয়ে আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে। তার বাজে সময়ে শ্রেয়াস শুধু টি-টোয়েন্টি দলেই না, নেতৃত্বও পেয়ে যেতে পারেন।

করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত নেইমার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

২০২৩ সালের গ্রীষ্মে আল-হিলালে যোগ দেওয়ার পর থেকে সময়টা খুব ভালো যাচ্ছে না নেইমারের। ইনজুরির কারণে দীর্ঘ সময় মাঠের বাইরে থাকতে হয়েছে তাকে, এমনকি ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে সান্তোসে ফিরে এলেও খুব বেশি উন্নতি হয়নি।

ব্রাজিলিয়ান সিরি আ ক্লাবটিতে ফিরে আসার পর এখন পর্যন্ত নিজের বাল্যকালের ক্লাবের হয়ে মাত্র ১২টি ম্যাচ খেলতে পেরেছেন তিনি। ফিটনেসের অভাব ও ইনজুরির কারণে নিয়মিত মাঠে নামতে পারেননি এই তারকা ফরোয়ার্ড।

সান্তোস এখন নিশ্চিত করেছে যে, নেইমার আবারও মাঠের বাইরে যেতে বাধ্য হচ্ছেন, কারণ তিনি কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হয়েছেন। ক্লাবের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তিনি গত বৃহস্পতিবার করোনা পরীক্ষায় পজিটিভ হন এবং তখন থেকেই আইসোলেশনে রয়েছেন।

সান্তোস একটি অফিসিয়াল বিবৃতিতে জানায়, বৃহস্পতিবার (৫ জুন) থেকে শুরু হওয়া ভাইরাল উপসর্গের পর, সান্তোস এফসির মেডিকেল বিভাগের পরামর্শে নেইমার জুনিয়রের পরীক্ষায় কোভিড-১৯ সংক্রমণ ধরা পড়েছে। উপসর্গ দেখা দেওয়ার পর থেকেই তিনি ক্লাবের কার্যক্রম থেকে দূরে রয়েছেন এবং বর্তমানে বাড়িতে বিশ্রামে আছেন ও চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী উপসর্গভিত্তিক চিকিৎসা নিচ্ছেন।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR